স্বরাষ্ট্র দপ্তরের টুইটে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি রাজ্যপালের

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর যেভাবে সাংবিধানিক প্রধানের বিরুদ্ধে টুইট করছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চাইলেও জবাব দিচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। শনিবার তাঁর টুইট বার্তায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে এইসব ইশ্যুতে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, সাংবিধানিক প্রধানকে নিশানা করার মধ্য দিয়েই বোঝা গিয়েছে, এরাজ্যের প্রশাসন এখন রাজনৈতিক খাঁচায়। টুইটে রাজ্যপাল রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের রাজনীতিকরণ নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব যেভাবে সাংবিধানিক প্রধানের টুইটের জবাব দিয়েছেন, তাতেও তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রাজ্যপাল উদাহরণ দিয়ে জানিয়েছেন, এরাজ্যে এবছরের অগাস্ট মাসে সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী ২২৩টি ধর্ষণ ও ৬৩৯টি অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। সেই সম্পর্কিত টুইট তিনি করেছিলেন। তার জবাবে স্বরাষ্ট্রদপ্তর টুইটে বলেছে, রাজভবন ধর্ষণ ও অপহরণ নিয়ে এরাজ্যের যে পরিসংখ্যান দিয়েছে তা কোনও সরকারি রিপোর্ট বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। আসল তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের এই টুইট সাংবিধানিক প্রধানের পক্ষে মানহানিকর। মালদায় সুজাপুরের ঘটনার উল্লেখও করেছেন তিনি। তাঁর টুইট বার্তায় তিনি লিখেছিলেন, পুলিশ সুপারের তথ্য অনুযায়ী ৫ জন নিহত ও ৫ জন আহত। এখনই মমতা সরকারের উচিত বেআইনি বোমার কারখানা বন্ধ করা এবং পেশাদারি ও অরাজনৈতিক তদন্ত শুরু করা। তার জবাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর টুইটে বলে, মালদার সুজাপুরে প্লাস্টিক কারখানায় দুর্ঘটনা তার উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। কেউ কেউ অবিবেচকের মতো বেআইনি বোমার কারখানার যেসব কথাবার্তা বলছেন, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। চিঠিতে রাজ্যপাল রীতিমতো কড়া ভাষায় হুমকি দিয়েছেন। বলেন, 'রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে এভাবে ভিত্তিহীনভাবে নিশানা করা সাংবিধানিক কারণেই অবজ্ঞা করা যায় না। এব্যাপারে আমার তরফ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।' স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে এ বিষয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য ১৫ দিন সময় দিয়েছেন রাজ্যপাল।

এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। তিনি বলেন, 'রাজ্যপাল শুধুমাত্র তাঁর পদ নয়, রাজভবনের অমর্যাদা করছেন। এর আগে এই ধরনের নিকৃষ্ট রাজ্যপাল আমি দেখিনি।'

ক্লোজড দুই পুলিশ অফিসার

রামপুরহাট, ২১ নভেম্বর : নাবালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দুই পুলিশ অফিসার এবং এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ক্লোজ করল জেলা পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার শ্যাম সিং।

চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গত ৩০ অক্টোবর মল্লারপুর থানার পুলিশ রেলপার সংলগ্ন খালাসিপাড়া থেকে শুভ মেহেন নামে এক নাবালককে আটক করে নিয়ে আসে। ওই রাতেই থানার মধ্যে তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পুলিশের দাবি, ওই নাবালক বাথরুমে গলায় বিদ্যুতের তার জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। যদিও পরিবারের অভিযোগ, শুভকে তিনদিন ধরে থানায় আটকে রেখে মারধর করা হয়েছে। এনিয়ে ঘটনার পরের দিন উত্তাল হয়ে ওঠে মল্লারপুর। ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে সিবিআই তদন্তের দাবি জানায় বিজেপি। হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার মল্লারপুর থানার এসআই ধ্রুবজ্যোতি দত্ত, এএসআই স্বপন মাল ও এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ক্লোজ করেন পুলিশ সুপার। যদিও বিজেপির অভিযোগ, ঘটনার নজর ঘোরাতে নীচুতলার পুলিশকর্মীদের ওপর কোপ পড়ল। বিজেপি নেতা মানস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে যে সমস্ত পুলিশের মাথা জড়িত তাদের বরখাস্ত করতে হবে।'

সোমবার শুভেন্দুর মানভঞ্জনের বৈঠকের আগে জলঘোলা করছে বিজেপি

সৌগতকে নিয়েও বিতর্ক উসকে দিলেন অর্জুন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : তৃণমূলের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে জল্পনার ঢেউ সামলাতে যখন তৃণমূল নেতৃত্ব হিমসিম খাচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দলের তরফে তাঁর সঙ্গে আলোচনার দায়িত্বে থাকা বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়কে ঘিরেও জল্পনা উসকে দিলেন বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি অর্জুন সিং। শনিবার সকালে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, 'শুধু শুভেন্দু নয়, ৫ জন সাংসদ যে-কোনও মুহূর্তে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসতে পারেন।' অর্জুনের দাবি, 'এই পাঁচজনের মধ্যে সৌগত রায়ও আছেন।' বেশ কিছুদিন ধরে সমস্ত দলীয় কর্মসূচি এড়িয়ে চলছেন তৃণমূলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা শুভেন্দু। এমনকি দুটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে থাকলেও তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠকেও যোগ দিচ্ছেন না। উলটে নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের অন্যতম এই নেতা সারা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে অরাজনৈতিক ব্যানারে নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন। সেখান থেকে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও করছেন। ইতিমধ্যেই তাঁর ওইসব মন্তব্যের ফাঁদে পা দিয়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি মন্তব্যের তোপ দেগেছেন। কেউ কেউ তুইতোকারিও করেছেন। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মানভঞ্জন আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় শুক্রবার রাতে দুই বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায় ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেন। সূত্রের খবর, সোমবার সৌগতবাবু আবারও শুভেন্দুর মান ভাঙাতে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। ঠিক তার আগে অর্জুন সেই সৌগত রায়কে নিয়েও বিতর্ক তুলে দিল।

সৌগতবাবু অবশ্য মনে করছেন, এটি বিজেপির পরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল। সম্প্রতি এই রাজ্যে সহপর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্বে এসেছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। সৌগতবাবুর ধারণা, তাঁর নির্দেশেই এভাবে কৌশল করে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীদের অবস্থান সম্পর্কে ধন্দ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করা হবে।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে নৌকায় গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে যান অর্জুন সিং। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শুভেন্দুর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে যেদিন শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেবেন, সেদিন আর এই সরকার থাকবে না। সরকার পড়ে যাবে। শুভেন্দু অধিকারী জননেতা। তাঁর মতো বহু নেতা ঘাম, রক্ত ঝরিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ এই জায়গায় পৌঁছেছেন। শুভেন্দুকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, একই কায়দায় একসময় আমাকেও করা হয়েছে। এরকম হেনস্তা করার জন্য আর এক মুহূর্তও ওঁর মতো জননেতার তৃণমূলে থাকা উচিত নয়। তৃণমূল যতই হেনস্তা করুক, কোনও জননেতাকে এভাবে আটকানো যায় না। ভারতীয় জনতা পার্টিতে সবসময় তাঁকে স্বাগত।' এরপর অর্জুন দাবি করেন, শুধু শুভেন্দু নয়, আরও পাঁচ সাংসদ যে কোনও মুহূর্তে বিজেপিতে যোগ দিতে তৈরি। এর মধ্যে সৌগত রায়ও আছেন। তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারের বক্তব্য, 'শুভেন্দুবাবু আমাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য তিনি নিজেই জানাতে পারেন। অর্জুন সিং কবে থেকে শুভেন্দুর মুখপাত্র হলেন?'

সৌগতবাবু বলেন, 'ওঁর মতো অপরিণত বাহুবলী ও আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত লোকের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে আমার রুচিতে বাধে। ওঁর বক্তব্যের কোনও গুরুত্ব আমার কাছে নেই। শুভেন্দুকে নিয়ে কথা বলার অর্জুন সিং কে? যা বলার শুভেন্দু নিজে বা আমাদের দল বলবে। আসলে ওঁদের নেতা অমিত মালব্যের নির্দেশেই উনি এই কথা বলেছেন। আমি মরে যাব, রাজনীতি ছেড়ে দেব, তবু বিজেপিতে যাব না। কারণ আমি মনে করি, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল।' তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অর্জুন সৌগতদাকে চেনে না। আর আমি ওঁকে খুব ভালোভাবে চিনি। উনি কখনই বিজেপির মতো দলে যাবেন না।' পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'আসলে দিলীপ ঘোষদের দিয়ে যে এই রাজ্যে দল চালানো যাবে না, বিজেপি নেতারা তা বুঝে গিয়েছেন। তাই আমাদের দল থেকে লোক ভাঙানোর চেষ্টা শুরু করেছেন।'

শুধু শুভেন্দু নয়, ৫ জন সাংসদ যে-কোনও মুহূর্তে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে আসতে পারেন। এই পাঁচজনের মধ্যে সৌগত রায়ও আছেন।

—অর্জুন সিং, *বিজেপি সাংসদ*

আমি মরে যাব, রাজনীতি ছেড়ে দেব, তবু বিজেপিতে যাব না। কারণ আমি মনে করি, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল।

—সৌগত রায়, *তৃণমূল সাংসদ*

শনিবার রামনগরের সভায় বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। ছবি : চিত্ত মাহাতো

বিজেপির সভায় যোগ দিলেন বাম নেতারা

কলকাতা ও রামনগর, ২১ নভেম্বর : বিতর্কিত নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে তৃণমূলে টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেই পূর্ব মেদিনীপুরে ঘর গোছানোর ব্যাপারে বড়সড়ো সাফল্য পেল বিজেপি। কয়েকদিন আগেই যে রামনগরে বিশাল জমায়েত করে শুভেন্দু দেখিয়েছিলেন তাঁর 'ব্যক্তিগত যোগাযোগ' কতখানি, সেই রামনগরেই এদিন দাপিয়ে সভা করল বিজেপি। সেই সভায় এরাজ্যে দলের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, 'তৃণমূলের চাবিকাঠি এখন ভাইপোর হাতে। গোরুপাচার, কয়লা চুরি, বাংলাদেশে চোরাচালান- এসবের কোটি কোটি টাকা সরাসরি ভাইপোর হাতে যাচ্ছে।' হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'চার মাস সময় আছে, যত খুশি লুটে নিন। কিন্তু সিবিআই যখন ধরবে, তখন জেলে ওই টাকা কোনও কাজেই আসবে না।' এদিনের সভা থেকে বাংলায় নাগরিকত্ব আইন কার্যকর করার হুংকার দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। সেইসঙ্গে শরণার্থীদের মন পেতে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে আরএসপি ও সিপিএম নেতাদের একটা বড় অংশই বিজেপিতে যোগ দেন। ২৬ তারিখ দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটকে সামনে রেখে এরাজ্যে ২৩ তারিখ থেকেই বাম-কংগ্রেস জোট আন্দোলনে নামছে। তার আগে পূর্ব মেদিনীপুরে বিরাট ধস নিঃসন্দেহে বাম দলগুলির কাছে বড় ধাক্কা। এদিন একসঙ্গে ৫১০ জন বিজেপিতে যোগ দেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম শ্যামল মাইতি। এককালে লক্ষ্মণ শেঠের নেতৃত্বে সিপিএমের রমরমা ছিল। পরবর্তীকালে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছিল তৃণমূল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের জেরে সিপিএম টিমটিম করে জ্বলছিল। তা সত্ত্বেও একা হাতে দলের দায়িত্ব সামলে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অধিকারীদের ডেরা থেকে সিপিএমকে জিতিয়ে এনেছিলেন সিপিএমের হলদিয়া শহর (দক্ষিণ) জোনাল কমিটির সম্পাদক শ্যামল মাইতি। ওই আসনে বামপ্রার্থী তাপসী মণ্ডল ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জেতেন। কিন্তু ক্রমেই দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব গড়ে ওঠে। তাঁকে বোঝাতে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। ফল হয়নি। তবে শুধু তিনি নন, এদিন সিপিএমের বহু জেলা কমিটির সদস্য, জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ও সিটু নেতা বিজেপিতে যোগ দেন। একইভাবে আরএসপির রাজ্য কমিটি ও জেলা কমিটির বহু সদস্য বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন। এছাড়াও সিপিআই, পিডিএস ও সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে। সিপিএমের শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ, যুব সংগঠন ডিওয়াইএফ ও ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের সদস্যদের পাশাপাশি আইএনটিইউসি নেতাদেরও এদিন বিজেপিতে যোগ দিতে দেখা যায়। যোগদানকারী বাম নেতারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা লাল পতাকা নিয়ে আন্দোলনের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। কিন্তু দাপুটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতাদের কোনও সাহায্য পাইনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে এখন একমাত্র বিকল্প বিজেপি। তাই সেখানেই যোগ দিলাম। বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বহু জায়গাতেই মেরুদণ্ড সোজা করে নেতা-কর্মীরা লড়াই করছেন। যাঁদের মেরুদণ্ড সোজা নেই তাঁরাই দল ছাড়ছেন।'

দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপি স্থানীয় বামপন্থী নেতাদের দলে পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে লড়াকু ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির সিপিএম নেতাদের দলে পেতে আগ্রহী বিজেপি। এতদিন বিজেপি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় সাংগঠনিক দিক থেকে তেমন দাঁত ফোটাতে পারেনি। এবার শুভেন্দুকে ঘিরে ডামাডোলের মধ্যেই বিজেপি ঘর গোছানোর কাজে অনেকটাই এগিয়ে গেল। দেখা যাচ্ছে, শুভেন্দু যেসব জায়গায় সভা করছেন, ঠিক তারপরই বিজেপি সেইসব জায়গায় কর্মসূচি নিচ্ছে। নন্দীগ্রাম দিবসে শুভেন্দু তেখালি ব্রিজের কাছে সভা করার পরই বিজেপি সেখানে বাইক র‍্যালি করে। এবার রামনগরে শুভেন্দুর সমবায় সপ্তাহের সভা করার পরই বিজেপি সেখানে বড়সড়ো সভা করল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ওই কর্মসূচিগুলিকে ঘিরে বিজেপিকে কোথাও কোনও বাধা পেতে হয়নি।

টার্গেট বাংলা

- কয়েকদিন আগেই রামনগরে বিশাল জমায়েত করে শুভেন্দু তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন
- এদিন রামনগরে দাপিয়ে সভা করে বিজেপি
- এদিনের সভায় আরএসপি ও সিপিএম নেতাদের একটা বড় অংশ বিজেপিতে যোগ দেয়
- আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই যোগদান বামেদের কাছে বড় ধাক্কা

পিকে ও অভিষেককে নিয়ে টুইট মালব্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এবার মুখ্যমন্ত্রীর সাংসদ ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় সরব হলেন বিজেপির তরুণ নেতা অমিত মালব্য। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি বলেন, 'তৃণমূলে অন্য নেতাদের বঞ্চনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান হয়েছে। এতে বিরক্ত ওই নেতারা। তৃণমূলস্তরে কোনও যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের লোক হিসেবে ভাইপোর উত্থান।' রাজ্যে বিজেপির সহ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে আসার পর থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর দল, সরকারকে বিঁধে একের পর এক আক্রমণাত্মক মন্তব্য করেছেন অমিত। সম্প্রতি দলের একাধিক নেতা যেভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, এতে বিব্রত তৃণমূল। বিশেষত, পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কার্যকলাপে চিন্তিত তাঁরা। প্রশান্ত কিশোরের বিভিন্ন পদক্ষেপেও দলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। অনেক নেতা প্রকাশ্যে তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। বিজেপির তরুণ সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য একে হাতিয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, তৃণমূলের ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহের মূল নিশানা হল প্রশান্ত কিশোরের বিরোধিতা। সেইসঙ্গে দলের একাধিক নেতার রাজনৈতিক উচ্চাশাকে দমিয়ে সাংসদ ভাইপোকে সামনে আনা নিয়ে তিনি শাসকদলকে খোঁচা দিয়েছেন। বিভাজন সৃষ্টি করাই এইসব কটাক্ষর উদ্দেশ্য বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে। বিজেপি একুশের নির্বাচনে রাজ্যকে যেভাবে পাখির চোখ করেছে, সেখানে এই সব আক্রমণের ধার আরও বাড়বে, সুর আরও চড়বে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

শাসকদলের প্রচারে শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : একুশে নির্বাচনের ভোটযুদ্ধের প্রচারে এবার শিক্ষকরা ব্যাপক হারে শামিল হচ্ছেন। সূত্রের খবর, ভোটকৌশলী প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শে তৃণমূলের প্রচারে বারো হাজারটি দল নামছে। প্রতি দলে পাঁচজন করে প্রাথমিক শিক্ষক থাকবেন। অভিনব এই প্রচার অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে চলুন মাস্টারমশাই ঘুরি বাড়ি বাড়ি। আগামী সপ্তাহে তৃণমূল ভবনে দলের মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী এই অভিযানের সূচনা করবেন বলে সূত্রের খবর। দলের প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই অভিযানের নেতৃত্বে থাকবেন। প্রতি জেলায় সব পঞ্চায়েতে শিক্ষকদের দল পাঠানো হবে। শিক্ষকরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করবেন। সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান দেবেন, পুস্তিকা বিতরণ করবেন। এর জন্য সরকারের ৬৪টি প্রকল্প সংবলিত পুস্তিকা তৈরিও হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সরকার বিনা ব্যয়ে যেসব প্রকল্প নিয়েছে, তা আমজনতাকে বোঝানো হবে।

মেনন, অমিতাভর সঙ্গে বৈঠক

বিজেপিতে সক্রিয় হচ্ছেন শোভন, ইঙ্গিত বৈশাখীর

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এতদিনে ফারাকটা নজরে এল। গতবছর শোভন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও বিজেপিতেই ছিলেন। তবু ভাইফোঁটা নিতে তাঁরা হাজির হয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করায় এবার মমতার তরফে ভাইফোঁটার আমন্ত্রণ পাননি তাঁরা। তার বদলে এবছর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অরবিন্দ মেনন ও সাংগঠনিক সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তীর তরফে বৈশাখী পেলেন ভাইফোঁটার উপহার। শুক্রবার রাতে দীর্ঘ বৈঠকের পর শনিবার উচ্ছ্বসিত বৈশাখী জানিয়েছেন, 'রাত ২ টো পর্যন্ত বৈঠক হয়েছে। এবার আপনারা নতুন শোভন চট্টোপাধ্যায়কে দেখবেন।'

তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন শোভন। তারপর মূলত বৈশাখীর উদ্যোগেই দিল্লিতে গিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন তাঁরা। কিন্তু কলকাতায় ফেরার পর থেকে এই রাজ্যের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না দু-জনের। তাই বিজেপিতেও কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়েই বসেছিলেন তাঁরা। তাঁদের বিভিন্ন কাজকর্মে, বিভিন্ন সময়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। তাঁরা কি আবার তৃণমূলেই ফিরছেন? অনেকটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চাপেই প্রথমে শোভনকে ও পরবর্তীকালে বৈশাখীকে রাজ্য কমিটিতেও আনা হয়। কিন্তু তাতেও উৎসাহিত হননি তাঁরা। শেষে রাজারহাটের হোটেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই অভিমান ভাঙে শোভন-বৈশাখীর। তখনই সুদীর্ঘ পোস্টে বৈশাখী উল্লেখ করেছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্কের কথা। এর পাশাপাশি এই রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক অরবিন্দ মেনন এবং নবনিযুক্ত সাংগঠনিক সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী যে তাঁর খুব পছন্দের মানুষ, তাও উল্লেখ করেন বৈশাখী। এবার তাঁদেরই হাত ধরে রাজনীতিতে শোভন সক্রিয় হতে চলেছেন, এরকম ইঙ্গিতই দিয়েছেন বৈশাখী।

অমিতাভবাবু বলেছেন, 'এটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার। তবে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় দু-জনই বিজেপির সদস্য। কাজেই ওঁদের কাছে আমরা যেতেই পারি।' সূত্রের খবর, দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা এদিন শোভনের সঙ্গে রাত ২ টো পর্যন্ত বৈঠক করেছেন। দক্ষিণ কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শোভনের ভালো প্রভাব আছে। রয়েছে প্রচুর অনুগামীও। বিজেপি চাইছে এই দুই জেলায় সংগঠন বাড়াতে শোভনবাবু এখনই কোমর বেঁধে নামুন। ২০২১ সালের নির্বাচনের আগে কীভাবে বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে মজবুত করা যায় এবং তৃণমূলের শোভন ঘনিষ্ঠ নেতাদের ভাঙিয়ে এনে বিজেপির সংগঠনের ভিত মজবুত করা যায়, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবার ভাইফোঁটায় মমতা কোনও উপহার পাঠাননি। অন্যদিকে, বৈশাখী ফোঁটা দিতে চেয়েছিলেন অরবিন্দ মেনন ও অমিতাভ চক্রবর্তীকে। দলীয় কাজে আটকে পড়ায় সেদিন ফোঁটা নিতে যেতে পারেননি তাঁরা। সেই উপলক্ষ্যেই এদিন বৈশাখীর জন্য উপহার নিয়ে হাজির হন তাঁরা।

শুক্রবার রাতে অরবিন্দ মেননের সঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবাঙালি তত্ত্বেই তপ্ত রাজনীতি

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : শনিবারও রাজ্য রাজনীতি ঘুরপাক খেল বহিরাগত তত্ত্বে। এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেন, বাংলার নেতাদের ওপর বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও আস্থা নেই। তাই অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যে নেতৃত্ব আমদানি করতে হচ্ছে। এটা বাঙালিরা ভালো চোখে দেখছে না। অবাঙালি রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা টানেন তিনি। তিনি বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যেই নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে খুনখারাবি বেশি হচ্ছে। এরাজ্যের মতো আর কোথাও শিশু, নারী থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারেন না। এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন দক্ষ প্রশাসক বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ঘটনা দেখুন, সেখানে ধর্ষণ করার পর দলিত মেয়েটির শিরদাঁড়া পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয়। তারপর মাঝরাতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ধর্ষিতাকে জ্বালিয়ে দেয়। সারা দেশে এখন নারী সুরক্ষা তলানিতে এসে ঠেকেছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও স্লোগান তুললেও কার্যক্ষেত্রে তারা বেটি পোড়াও কাজেই মদত দিচ্ছে।'

ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেওয়া নিয়েও বিজেপিকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। বলেন, 'দেশে এখন ফেক নিউজের সরকার চলছে। সারা দেশে মিথ্যাচারের অ্যাসেম্বলি লাইন চলছে। কোনায় কোনায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু করা হয়েছে মিথ্যাচার ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। এই মিথ্যাচার দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংস্কৃতির ওপর চরম আঘাত হানছে।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এরাজ্যের ৪০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক চাকরির সুযোগ না পেয়ে ভিনরাজ্যে কাজ করছেন। বহিরাগত তত্ত্বে যদি অন্য রাজ্য ফিরিয়ে দেয়, তাহলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের চাকরি দিতে পারবেন তো?' রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'কেডি সিং, আহমেদ হাসান ইমরান ও অভিষেক মনু সিংভি এরাজ্যের লোক ছিলেন না। তাহলে তাঁদের কেন তৃণমূল রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে। এদিকে তৃণমূল নেত্রী নিজেই কোটি কোটি টাকা দিয়ে ভিনরাজ্য থেকে দল চালাতে প্রশান্ত কিশোর নামে এক ব্যক্তিকে ভাড়া করে এনেছেন।'

একটি শীতের সকাল। কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

মেলা, প্রদর্শনীতে অনুমতি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : লোকশিল্পী, শিল্পীদের জীবিকার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার মেলা, প্রদর্শনী, এক্সপোর অনুমতি দিচ্ছে। করোনা স্বাস্থ্যবিধি সম্পূর্ণ মেনে এইসব অনুষ্ঠান করতে হবে বলে মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এইসব বিষয়ে তিনি এদিন নবান্নে সব জেলা শাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভিডিও বৈঠক করেন। সন্ধ্যায় তিনি জানান, ময়দানের আয়তন বুঝে, দূরত্ব-বিধি বজায় রেখে, জীবাণুমুক্ত করে এইসব অনুষ্ঠান করা যাবে। শিল্পী, লোকশিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া, তাঁদের জীবিকার অন্তরায় না হওয়া রাজ্য সরকারের কর্তব্য। জীবিকা ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ শিল্পী, লোকশিল্পীদের উৎসাহিত করতে এই অনুমতি দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, লোকশিল্পী, শিল্পী, বিশেষত বাউলরা এই পরিস্থিতিতে চরম সমস্যায় আছেন। তাঁদের রুজি-রোজগারে টান পড়েছে। সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন ব্যবস্থা নিতে। মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ সহ সব পুলিশ কমিশনার, জেলাগুলিতেও এই কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই অনুমোদনে বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে তাঁদের আশা।

অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার দাবিতে তৃণমূল সমর্থকরা এদিন তৃণমূল ভবনের সামনে বেনজির অবস্থান করেন। তাঁদের আনা ব্যানার, পোস্টারে মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সাংসদ ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ছিল। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেই তাঁরা নিজেদের দাবি জানানোর অবস্থানে অনড় থাকেন। পরে দলের অন্যতম শীর্ষনেতা সুব্রত বক্সি তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর অবস্থান ওঠে।

শ্রাদ্ধের আগের দিন বাড়ি ফিরলেন করোনায় মৃত

কলকাতা, ২১ নভেম্বর : মৃত বলে ঘোষিত করোনা সংক্রামিত রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন শ্রাদ্ধশান্তির একদিন আগে। আরেক পরিবারকে রোগী সুস্থ হয়ে গিয়েছে বলেও নয়দিন আগেই মৃত্যু এবং সৎকারের ঘটনা জানাল স্বাস্থ্য দপ্তর। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের চরম অব্যবস্থাই আরও একবার সামনে এল। তা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিরোধী পক্ষ। এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের বুলেটিন অনুসারে, করোনা সংক্রমণ একই হারে বাড়ছে রাজ্যে। মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। তার মধ্যেই অমানবিকতার নজির। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির বিরুদ্ধে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১১ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার খড়দার বাসিন্দা বছর ৫৫-র শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে করোনা সংক্রমণের কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৩ নভেম্বর হাসপাতালের তরফে শিবনাথবাবুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। সেইমতো পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে সৎকারও করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিয়ম অনুসারে, শনিবার ছিল তাঁর শ্রাদ্ধশান্তির কাজ। শুক্রবার বাবার ছবি আনতে স্টুডিওতে যাওয়ার পথে শিবনাথবাবুর ছেলের কাছে ফোন আসে হাসপাতাল থেকে। জানানো হয়, আপনার বাবা সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। বাড়ি ফিরছেন। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার বিরাটির বাসিন্দা মোহিনীমোহন গোস্বামীর পরিবারের সদস্যদের গত কয়েকদিন ধরে ফোনে হাসপাতালের তরফে বলা হচ্ছিল, আপনাদের রোগী ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠছে। শুক্রবার অ্যাম্বুল্যান্সে বাড়ি যাবেন, বৃহস্পতিবার সেটাও জানানো হয়েছিল। কিন্তু এদিন অ্যাম্বুল্যান্সে উঠেই রোগী জানান, তাঁর বাড়ি বিরাটিতে নয়, খড়দায়। এরপরই নড়েচড়ে বসে কর্তৃপক্ষ। আসল ঘটনা সামনে আসার পর ফোন করা হয় দুই পরিবারকে যা নিয়ে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দুই পরিবার, স্থানীয়রা সহ বিরোধী নেতৃত্ব। ঘটনার পর সিপিএম নেতা তথা উত্তর দমদমের বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য বলেন, 'এমন অমানবিক ঘটনা যেন অন্য কারও সঙ্গে না হয়। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি আমি স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে।' দুই পরিবারের তরফে অভিযোগ, এই ঘটনা নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বলার জন্যও তাঁদের চাপ দেওয়া হয়েছিল। এদিকে প্রবল অসন্তোষের পর নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ঘটনার জন্য যাদের গাফিলতি রয়েছে, তাদের শাস্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তার জন্য তিন সদস্যের কমিটিও ইতিমধ্যে গঠন করা হয়েছে।

শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুসারে ৩৬৩৯ জন করোনা সংক্রামিত হয়েছেন। যার ফলে সাড়ে ৪ লক্ষ পেরোল (৪,৫২,৭৭০) পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমণ। মৃত্যু হয়েছে ৫৩ জনের।

করোনা তথ্য

- ২৪ ঘণ্টায় সংক্রামিত ৩,৬৩৯
- মোট সংক্রামিত ৪,৫২,৭৭০
- মোট অ্যাক্টিভ পজিটিভ ২৫,৩৯১
- ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু ৫৩
- মোট মৃত্যু ৭,৯৭৬
- সুস্থতার হার ৯২.৬৩
- ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ ৩,৭৯৪
- মোট সুস্থ ৪,১৯,৪০৩